গোপালগঞ্জে গণঅধিকার পরিষদের জেলা কমিটিতে ব্যাপক পদত্যাগ

সংগৃহীত ছবি

গোপালগঞ্জ জেলা গণঅধিকার পরিষদের নবঘোষিত কমিটি গঠনের ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই বড় ধরনের সংকটে পড়েছে দলটি। সভাপতি ও সাংগঠনিক সম্পাদকসহ মোট ৭৯ সদস্যের কমিটির মধ্যে ৫৯ জন নেতা একযোগে পদত্যাগ করেছেন, যা স্থানীয় রাজনীতিতে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

সোমবার (২৭ অক্টোবর) সকালে গণমাধ্যমে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই পদত্যাগের তথ্য নিশ্চিত করেন গোপালগঞ্জ জেলা কমিটির সভাপতি মো. আল আমিন সরদার।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, নতুন কমিটি ঘোষণার পর থেকেই জেলা পর্যায়ের নেতাকর্মীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা দেয়। অভিযোগ করা হয়—কমিটি গঠনের সময় দলের মূলনীতি, আদর্শ, যোগ্যতা এবং মাঠপর্যায়ের ত্যাগ-তিতিক্ষা উপেক্ষা করা হয়েছে। পরিশ্রমী ও নিবেদিতপ্রাণ নেতাকর্মীদের বাদ দিয়ে পক্ষপাতমূলকভাবে কিছু বিতর্কিত ও বহিরাগত ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পদত্যাগকারীরা বলেন, “আমরা সবসময় দলের প্রতি অনুগত ছিলাম। কিন্তু এমন একটি কমিটিতে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়, যেখানে ন্যায়বিচার, যোগ্যতা ও আস্থার স্থান নেই। তাই আমরা সম্মিলিতভাবে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তবে আমরা গণঅধিকার পরিষদের আদর্শ, নীতি ও গণমানুষের রাজনীতিতে অবিচল আছি।”

পদত্যাগী সভাপতি মো. আল আমিন সরদার বলেন, “নতুন কমিটিতে সাবেক যুবলীগ ও এনসিপি নেতাদের পদ দেওয়া হয়েছে, অথচ ত্যাগী ও নিবেদিত নেতাদের মূল্যায়ন করা হয়নি। এতে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করা কর্মীরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন। আমি তাদের মনঃক্ষুণ্নতার প্রতি সম্মান জানিয়ে নিজেও দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছি।”

উল্লেখ্য, গত শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) কেন্দ্রীয় কমিটি গোপালগঞ্জ জেলা শাখার ৭৯ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটির অনুমোদন দেয়। ঘোষণার দুই দিন পরই সভাপতি আল আমিন সরদার ও সাংগঠনিক সম্পাদক কে. এম. নাজমুল ইসলামসহ ৫৯ জন নেতা কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে ই-মেইলের মাধ্যমে পদত্যাগপত্র পাঠান।